কোস্ট ট্রাস্ট, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। তারিখ: ১২ মার্চ, ২০১৭।

প্রতি: নোটিশ বোর্ডের মাধ্যমে সকল সহকর্মী।

হতে: পরিচালক

বিষয়: কোস্ট ট্রাস্টের শিশু সুরক্ষা নীতিমালা

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,
আপনাদের অবগতি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংস্থার শিশু সুরক্ষা নীতিমালা আপনাদের বরাবরে উপস্থাপন করা হলো:

১. সাধারণ বিষয়াবলী/ঘোষণা: একটি মূল্যবোধসম্পন্ন অধিকার ভিত্তিক সংগঠন হিসেবে কোস্ট ট্রাস্ট বিশ্বাস করে যে, প্রতিটি শিশুরই স্বাভাবিক বিকাশের অধিকার আছে। কোস্ট ট্রাস্ট মনে করে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে শিশুদের বিকাশে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা কোস্ট ট্রাস্টের দায়িত্ব। কোস্ট ট্রাস্টের প্রতিটি স্থান হবে শিশুদের জন্য নিরাপদ স্থান। কোস্ট ট্রাস্টের প্রতিটি কর্মী হবে শিশুর জন্য নিরাপদ সমাজ প্রতিষ্ঠার অগ্রপথিক।

২.উদ্দেশ্যসমূহ:
২.১ কোস্ট ট্রাস্টের বিভিন্ন পর্যায়ে শিশুদেরকে শারিরিক, মানসিক বা অন্য সকল ধরনের হয়রানি থেকে সুরক্ষা দেওয়া।
২.২ কোস্টের সকল সহকর্মীদের মধ্যে শিশু সুরক্ষা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং শিশুর সুরক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে তাড়না সৃষ্টি করা।
২.৩ কোস্টের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে শিশু সুরক্ষা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং শিশুর সুরক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে তাড়না সৃষ্টি করা।

৩. সংজ্ঞা
৩.১ শিশু: ১৮ বছরের কম বয়সী সকল মানুষ বা মানব সন্তানই শিশু
৩.২ **শিশু নিপীড়ন:** শিশুর প্রতি সকল ধরনের শারিরিক, মানসিক নির্যাতন এবং অবহেলা এই নীতির আওতায় আসবে।
৩.৩ শারিরিক নির্যাতন: কোন শিশুকে ইচ্ছা করে শারিরিকভাবে আহত করা, বা আহত করার হুমকি দেওয়া। থাপ্পড়, লাথি, কামড় দেওয়াসহ যেকোন আচরণ, যা শিশুকে শারিরিকভাবে আহত করতে পারে, শিশুকে আঘাত করতে পারে তাই নির্যাতন হিসেবে গণ্য হবে। এমন কোনও পরিবেশ তৈরি করা, যাকে শিশু শারিরিকভাবে আঘাত পেতে পারে তাও শরিরিক নির্যাতনের সংজ্ঞার আওতায় পড়বে।
৩.৪ মানসিক নির্যাতন: যে আচরণ শিশুকে মানসিকভাবে কষ্ট দেয়, তার স্বাভাবিক বিকাশকে ব্যহত করে তা মানসিক নির্যাতন। শিশুকে অকারণে বকাঝকা করা, হুমকি দেওয়া ইত্যাদি মানসিক নির্যাতনের আওতায় পড়বে।
৩.৫ যৌন নির্যাতন: কোনও শিশুর সঙ্গে, শিশুর অনিচ্ছা বা ইচ্ছাতেও যৌন সম্পর্ক স্থাপন যৌন নির্যাতন বলে গণ্য হবে।
৩.৬ অবহেলা: শিশুর প্রতি স্বাভাবিক যত্ন নেওয়ার ক্ষেত্রে অবহেলা করা হলে সেটাও তার প্রতি এক ধরনের নির্যাতন।

৪. **এই নীতিমালার আওতা:** এই নীতিমালাটি কোস্ট ট্রাস্টের সকল স্থায়ী, অস্থায়ী, চুক্তিভিত্তিক, স্বেচ্ছাসেবী, অবৈতনিক কর্মীদের বেলাতেই সমানভাবে প্রযোজ্য হবে।

৫. কোস্টের কর্মী হিসেবে দায়িত্ব
৫.১ শিশুর প্রতি সম্মানজনক আচরণ করতে হবে
৫.২ শিশুর জন্য ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করতে হবে
৫.৩ কর্মী বা কর্মসূচির অংশগ্রহণকারীর শিশুর জন্য কর্মক্ষেত্রকে নিরাপদ হিসেবে তৈরি করতে হবে

৫.৪ এই নীতিমালার আওতায় শিশু নির্যাতনের আওতায় যেসব আচরণ উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো অবশ্যই বর্জন করতে হবে।

৫.৫ শিশু নির্যাতনের কোনও ঘটনা ঘটলে বা ঘটার আশংখা দেখা দিলে, এই ধরনের কোনও সন্দেহ হলে তা দ্রুত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে। এই ধরনের ঘটনা জেনেও বা বুঝেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে না জানানোও এই নীতিমালার লংঘন বলে বিবেচিত হবে।

৫.৬ এই নীতিমালা ভঙ্গাকারী কমীর বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

৬. শিশু নির্যাতনের তথ্য বা নির্যাতনের আশংক্ষা, ঝুঁকি প্রকাশ করার উপায়:

৬.১ কোস্টের কোনও কার্যালয়ে বা কোনও কমীর বিরুদ্ধে শিশু নির্যাতনের সঙ্গে জড়িত হলে, বা সংস্থার কোনও কার্যক্রমে দুনীতির সম্ভাবনা দেখলে যে কেউ সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদেরকে অবহিত করতে পারেন।

৬.২ তথ্য অবহিত করার জন্য ফোন, ইমেইলসহ যোগযোগের যেকোনও মাধ্যম ব্যবহার করা যাবে।

৬.৩ এক্ষেত্রে কোস্টের অভিযোগ নিস্পত্তি নীতিমালা, কোস্টের তথ্য অধিকার নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

৭. **শিশু নির্যাতনের তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা:** সংস্থার কোনও কমী বা অন্য যে কেউ শিশু নির্যাতনের কোনও তথ্য দিলে তার সুরক্ষার দায়িত্ব সংস্থা গ্রহণ করবে।

৮. এ নীতিমালাটি খসড়া আকারে পাঠানো হলো এবং এটি অনতিবিলম্বে কার্যকরী হবে এবং এর সাথে যদি কেউ দ্বিমত পোষন করেন তাহলে নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবরে যে কোন মাধ্যমে আগামী ২৫ মার্চ, ২০১৭ তারিখের মধ্যে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

৯. এখানে উল্লেখ্য যে, আপনাদের সুচিন্তিত মতামতের ভিত্তিতে এটিকে আরও পরিমার্জন করা যেতে পারে। এটি পরবর্তীতে কোস্ট মানব সম্পদ নীতিমালার আওতাভূক্ত হবে।

১০. এ নীতিমালাটি সকলের স্বাক্ষর হয়ে আগামী ২৫ মার্চ ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত নোটিশ বোর্ডে ঝুলানো থাকবে এবং তারপর তার যথারীতি নির্দিষ্ট ফাইলে চলে যাবে।

ধন্যবাদসহ

সনত কুমার ভৌমিক

অনুলিপি:
নির্বাহী পরিচালক
সকল উপ ও সহকারী পরিচালক
অফিস কপি।